# মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৩য় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২২


## সোশিওলিগ্যাল রিসার্চ কর্মশালা

### অংশগ্রহণের আবেদনপত্র আহবান

আগামী ১৮-১৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে দুইদিনব্যাপী সোশিওলিগ্যাল রিসার্চ বিষয়ক কর্মশালা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দক্ষিণ-এশীয় আইন-শিক্ষাতে সামাজিক ও আইনগত গবেষণা ক্রমশ অগ্রহের কেন্দ্র হয়ে উঠছে; কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সামাজিক ও আইনগত গবেষণা বিষয়ক মানসম্মত তত্ত্ব ও গবেষণা পদ্ধতির উপর কার্যক্রম খুব কমই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থী ও গবেষকদের মাঝে প্রচলিত আইন গবেষণা ও সামাজিক আইনগত গবেষণার পার্থক্যকে আরো গভীরভাবে অনুধাবনের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।

তরুণ গবেষক (যারা বিগত তিন বছরের মধ্যে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন এবং কোন পিএইচডি নেই) অথবা এলএলএম/এমএ/এমফিল-এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনকারীদের ২২ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে অনধিক ৫০০ শব্দের আগ্রহপত্র, ২-পাতার জীবনবৃত্তান্ত ও গবেষণার একটি ধারণাপত্র (অনধিক ১০০০ শব্দ) সেন্টারের ই-মেইল : csgj.bangladesh@gmail.com এ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

**হাসিব চৌধুরী**
অনুষ্ঠান সহকারী, সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

## ২ অক্টোবর বিশ্ব অহিংসা দিবস

### মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আলোচনা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে ১ অক্টোবর ২০২২ আয়োজিত হয়েছিলো বিশ্ব অহিংসা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা। প্রতিবছর ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সারা বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি পালিত হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন দেশে নানান আলোচনা সভা ও কর্মসূচির মাধ্যমে সকলে এই দিবসটি উদযাপন করে থাকেন। প্রতি বছর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই দিবসটিকে স্মরণের জন্য নানান আয়োজন করে। জাতিসংঘের আহ্বানে শান্তির বার্তাকে অবলম্বন করে কী করে ঘৃণাত্মক বক্তব্যের প্রচারণাকে রুখে দেওয়া যায়– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারের বিশ্ব অহিংসা দিবস উদযাপন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। তিনি বর্তমান বিশ্বের রাশিয়া-ইউক্রেনের সংঘাতের উদাহরণ সামনে এনে বলেন, ঘৃণা কী করে গোটা বিশ্বপরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে এই যুদ্ধ হলো তার নিদর্শন। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক বিশ্ব অহিংসা দিবসের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিতিশীল অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, সমাজের বর্তমান বিভাজনও তা থেকে উদ্ভদ্ধ যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা ঘৃণা দ্বারাই বিস্তার লাভ করছে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভিত্তি করে এই সকল ঘৃণাকে রুখতে হবে বলে গুরুত্ব আরোপ করেন। কেননা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এই দেশের সকল স্তরের মানুষকে যে সম্প্রীতির বাঁধনে বেঁধে একাত্ম করে তুলেছিলো, সেখানে ঘৃণার কোনো স্থান ছিলো না। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে তরুণদের পরিচয়

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## ভার্চুয়াল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উদ্বোধন

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ সোমবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে ভার্চুয়াল মিউজিয়ামের দ্বার উন্মোচন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভার্চুয়াল যাত্রা। এখন থেকে দেশ-বিদেশের যেকোনো জায়গা থেকে অনলাইনে ভার্চুয়ালি দেখা যাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি। এই কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দেশের অন্যতম মুঠোফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন। গ্রামীণফোনের মাইজিপি অ্যাপের মাধ্যমেও জাদুঘরের গ্যালারি ঘুরে দেখা যাবে দেশের যেকোনো জায়গা থেকে।

এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি সারওয়ার আলী, আসাদুজ্জামান নূর এমপি, মফিদুল হক, মুক্তিযোদ্ধা সাজ্জাদ আলী জহির (বীর প্রতীক), অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী ইয়াসির আজমান, শহীদ বুদ্ধিজীবী মোহাম্মদ ফজলে রাব্বীর মেয়ে নাসরিন সুলতানা, মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিলের মেয়ে জয়া তাহসিন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্যে সারোয়ার আলী বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন গৌরবের, তেমনি নৃশংসতার। দেশের চালিকা শক্তি তরুণ সমাজের কাছে সেই ইতিহাস পৌঁছে দিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। ভার্চুয়াল জাদুঘর বাস্তব জাদুঘরের বিকল্প নয়। যারা দেশ-বিদেশে রয়েছেন, ভার্চুয়াল মাধ্যমে তারা জাদুঘরটি দেখবেন। ভার্চুয়ালি জাদুঘর দেখার মাধ্যমে সশরীরে জাদুঘরে এসে মুক্তিযুদ্ধের অজানা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ জন্মাবে। আমরা তরুণ প্রজন্মকে জানাতে চাই দেশ কীভাবে স্বাধীন হয়েছে।'

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর বলেন, 'মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সংরক্ষণ ও এর চেতনাকে সমুন্নত রাখতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে গড়ে তোলা হয়েছিল। এই জাদুঘরের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মসহ সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। যাদের পক্ষে জাদুঘরে আসাটা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাদের জন্য এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পৌঁছে দিতে গ্রামীণফোন মাইজিপি অ্যাপে একটি ইন্টারফেস তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে দেশের যেকোনো জায়গা থেকে জাদুঘরে ডিজিটালি প্রবেশ করা যাবে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানা যাবে।'

মুক্তিযোদ্ধা কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (বীর প্রতীক) বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধকে সামনে আনার প্রচেষ্টা খুবই কম, এই ধরনের উদ্যোগে নতুন প্রজন্ম ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে জানার সুযোগ পাবে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা তাদের চেতনা, বিবেককে জাগ্রত করে যদি ইতিহাসের মুখোমুখি হতে পারে, তাহলেও তো আমার মুক্তিযুদ্ধ বেঁচে থাকবে। নইলে আজ থেকে ৫০০ বছর পরে ইতিহাসের বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ থাকবে একটা মাত্র লাইন হয়ে যে, ১৯৭১ সালে অনেক গণ্ডগোল হয়েছিল, অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল। আর কিছুই থাকবে না। আমরা সেই দিন চাই না।'

গ্রামীণফোনের সিইও ইয়াসির আজমান বলেন, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ইতিহাস ধরে রেখে আমাদের অতীতকে সংরক্ষণ করার উপযোগী করে ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে আগামী প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাতে হলে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা এমন কিছু করতে চেয়েছি যার মাধ্যমে মানুষের ক্ষমতায়ন হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে মূলত তরুণরা ক্ষমতায়িত হবে এবং তারা যুদ্ধের চেতনার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে পারবে। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মাইজিপি অ্যাপে ভার্চুয়াল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইতিহাস জানতে পারবে বর্তমান প্রজন্ম। ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নিজ নিজ জায়গা থেকে তার যতটুকু সম্ভব করার মাধ্যমে অবদান রাখবে তারা।'

ভার্চুয়াল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখার লিংক: https://www.liberationwarmuseumbd.org/virtual-tour-of-museum/

# কানাডা-বাংলাদেশ
# গণহত্যা ১৯৭১ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন

সম্প্রতি কানাডায় বাংলাদেশ হাইকমিশন, বঙ্গবন্ধু সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ (বিসিবিএস), কনফ্লিক্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিআরআরআই), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ (সিজিএস) এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে কানাডার ম্যানিটোবায় কানাডার মানবাধিকার জাদুঘরের মিলনায়তনে 'স্মরণ ও স্বীকৃতি: বাংলাদেশ গণহত্যা ১৯৭১' শীর্ষক একটি দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। হাইব্রিড ফরমেটে আয়োজিত সম্মেলনটিতে ভিডিও ম্যাসেজের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং নিউইয়র্ক থেকে ভারচুয়ালি বক্তৃতা প্রদান করেন সম্মেলনের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সেক্রেটারি) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন। তাঁরা আন্তর্জাতিকভাবে, বিশেষ করে জাতিসংঘে বাংলাদেশের গণহত্যার যথাযথ স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য রাখেন কানাডায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান এবং বিসিবিএস-র প্রধান সমন্বয়কারী ড. কাওসার আহমেদ। সম্মেলনে জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক ড. গ্রেগরি স্ট্যান্টন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে বাংলাদেশ গণহত্যাকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করার সময় এসেছে।

বিশিষ্ট রোটারিয়ান ডেভিড জি নিউম্যানের মতে, যদিও কানাডার মানবাধিকার জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেয়নি, তবু জাদুঘরটি এই ঘটনাটিকে একটি সাংস্কৃতিক গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

মফিদুল হক, শাওলি দাশগুপ্ত এবং ইমরান আজাদ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশের গণহত্যার ঐতিহাসিক পটভূমি, ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা এবং গণহত্যার স্বীকৃতির বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। একই সাথে তাঁরা তুলে ধরেন তরুণ প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের পাঠ পৌঁছে দেয়ার জন্য জাদুঘরের নানাবিধ কার্যক্রম। সম্মেলনটিতে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজের পরিচালক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিন স্টেট কলেজের অধ্যাপক ড. জেমস ওয়েলার এবং ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিস ও কনফ্লিক্ট স্টাডিজের পরিচালক অধ্যাপক ড. এডাম মুলার।

প্যানেল আলোচনার পাশাপাশি সম্মেলনে আরও প্রদর্শিত হয় জহির রায়হানের প্রামাণ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড' এবং স্নাতক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ভার্চুয়াল পোস্টার প্রেজেন্টেশন। ১৯৭১ সালে যাঁরা গণহত্যার শিকার হন, তাঁদের কয়েকজনের পরিবারবর্গ হিসেবে অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী, ড. তৌহিদ রেজা নূর ও আসিফ মুনীর বক্তব্য প্রদান করেন।

**মেহজাবিন নাযরানা, জাহিদ-উল-ইসলাম**
গবেষণা সহকারি (খণ্ডকালীন)
সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

# গণহত্যা ও ন্যায়-বিচার বিষয়ক
# একাদশ সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী

১ অক্টোবর ২০২২ সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে 'গণহত্যা ও ন্যায়-বিচার' বিষয়ক একাদশ সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী এবং মফিদুল হক। সমাপনী আয়োজনে তরুণ গবেষকদের উৎসাহ প্রদানে এসেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবীব। আলোচনা সভা শেষে এক মাসব্যাপী সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী উপলক্ষে অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রায় অর্ধশতাধিক অংশগ্রহণকারীর হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন। এছাড়াও, শ্রেষ্ঠ অংশগ্রহণকারী হিসেবে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের শিক্ষার্থী মো. মাহমুদুন্নবী রূপক, শ্রেষ্ঠ গবেষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খন্দকার সাদ আত তানবির এবং শ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণাদায়ী অংশগ্রহণকারী হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান জেনিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। কোর্সে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন এই কোর্স সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম তরুণদের গণহত্যা ও ন্যায়-বিচার অধ্যয়নের বিষয়ে আশাব্যঞ্জক আগ্রহ ও অংশগ্রহণ দেখে তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও সাধুবাদ জানান। একই সাথে বাংলাদেশের গণহত্যা ও ন্যায়-বিচার বিষয়ক গবেষণায় তাদের আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভবিষ্যত বাংলাদেশের প্রতি তরুণদের দায়বদ্ধতা সবথেকে বেশি; উপরন্ত এই কোর্সটি করার মাধ্যমে তারা সঠিক ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সত্যিকার অর্থে ধারণ করবে এবং বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতির গুরুত্ব তুলে ধরতে সক্ষম হবে। ইমরান আজাদ ও রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটির সবশেষে পরিবেশিত হয় কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপনায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে শিক্ষার্থীরা দলীয় ও একক সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে অতিথি ও শিক্ষার্থীবৃন্দের একত্রে নৈশভোজের মাধ্যমে।

**আনিকা জুলফিকার**
গবেষণা সহকারী (খণ্ডকালীন)
সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

## ২ অক্টোবর বিশ্ব অহিংসা দিবস

১ম পৃষ্ঠার পর

হওয়া অত্যাবশ্যক। অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন সেন্টারের সমন্বয়ক ইমরান আজাদ। এছাড়াও সেন্টারের তিনজন তরুণ গবেষক নুসাইবা জাহান, মো. জাহিদ-উল-ইসলাম এবং তাবাসসুম ইসলাম তামান্না একটি প্যানেল আলোচনায় কী কী উপায়ে শিক্ষা ও জনসচেতনতা দ্বারা অহিংসা চর্চা করা সম্ভব এবং একই সঙ্গে তারা নতুন সম্ভাব্য কিছু পদ্ধতির কথা পরিবেশন করেন। শান্তির সংস্কৃতি, সহিষ্ণুতা এবং অহিংসা আরো কীভাবে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। পরিবেশনে তারা ঘৃণাত্মক বক্তব্য কী, এই নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন এবং 'রাবাত' নীতিমালার আলোকে জাতিসংঘের বিদ্যমান উদ্যোগসমূহের কথা তুলে ধরেন। সবশেষে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সকলের মাঝে ধারণ করার এবং তরুণদের শান্তির বার্তার মাধ্যমে ঘৃণাত্মক বক্তব্যের বিনাশ করার উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানান।

**আনিকা জুলফিকার**
গবেষণা সহকারী (খণ্ডকালীন)
সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

# নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষায় তরুণদের সম্পৃক্ততা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব সারা যাকের

ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনসান্স, এশিয়ান জাস্টিস অ্যান্ড রাইটস, গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ফর জাস্টিস, ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন- যৌথ উদ্যোগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষায় দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তরুণদের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব তুলে ধরতে ৬ দিনব্যাপী মতবিনিময় ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে অনলাইনে যুক্ত হন ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের। তিনি ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত যৌথ আলোচনা পর্বে যোগ দেন। পর্বটি সঞ্চালনা করেন এশিয়ান জাস্টিস এবং রাইটস-এর প্রতিনিধি Mulki Makmun ক্যাম্বোডিয়ার ইউথ ফর পিস এর প্রতিনিধি Man Sokkoeum এই আলোচনায় যুক্ত হন। ১৮ থেকে ৩৫ বছরের তরুণ সম্প্রদায়, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষায় তরুণদের সম্পৃক্ত করার ওপর সারা যাকের গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন নৃশংসতম গণহত্যার পর সশস্ত্র প্রতিরোধ ও গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একাত্তরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে অনেক ত্যাগ ও মূল্যের বিনিময়ে। বাংলাদেশ হবে সমষ্টিক রাষ্ট্র– বঙ্গবন্ধুর এই আদর্শিক চেতনা স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল সকল মানুষ, সে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম-খ্রিষ্টান যেই হোক না কেন, এমন কী নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনগণও তাদের সতন্ত্রতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে সহাবস্থান করবে। ১৯৭৫-এ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরে এই পট পরিবর্তন হয়, সামরিক শাসকের আনুকূল্যে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হয়। ২০ বছর এদেশের নবীন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর সকল ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠীর সম্মিলিত দেশ সৃষ্টির রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে ছিল অজ্ঞাত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ১৯৯৬ সালে এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মূলত তারুণ্য কেন্দ্রীক, এর নানা আয়োজনে সম্পৃক্ত হন নবীন প্রজন্ম, বিশেষকরে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে আউটরিচ এবং রিচআউট কর্মসূচি। আগামীতে যেহেতু দেশের নেতৃত্ব দেবে এই তরুণ প্রজন্ম তাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশ্বাস করে এখনই সময় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং নৃগোষ্ঠীর স্বতন্ত্রতা রক্ষায় বর্তমান প্রজন্মকে সতেচতন করে সম্পৃক্ত করার। সারা যাকের বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে 'বৈচিত্র্য নিয়ে একাত্মতা'– এই ধারণাকে বলিষ্ঠভাবে ধারণ করছে, প্রতিটি স্মারক এদেশের সমন্বিত সমাজের ঐতিহ্যময় ইতিহাসকে তুলে ধরছে। যখন ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বিভিন্ন প্রান্তের স্কুলে যায়, তখন প্রতিটি স্কুলে এদেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের আঁকা পোস্টারের সেট যার শিরোনাম 'পৃথিবী যদি হতো একটি গ্রাম' প্রদান করে; যেখানে পৃথিবীকে একটি গ্রাম হিসেবে কল্পনা করে সেই গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে সকল ভাষার সকল জাতির, সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-গোষ্ঠীর জনগণের সহাবস্থানকে দেখানো হয়েছে।

সবশেষে সারা যাকের অভিমত প্রকাশ করেন, জাদুঘর যেভাবে তার অনুষ্ঠান বা শিক্ষাকর্মসূচিতে একসাথে অনেকের সঙ্গে কখনোবা ব্যক্তিগতভাবে তরুণদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে বা দেশের পাঠক্রমে যেমনভাবে বিষয়টি আছে, গণমাধ্যমকেও তেমন কিছু কৌশলগত নীতি নির্ধারণ করতে হবে বৈচিত্র্যকে উদযাপন করার জন্য। এখানে তিনি 'এফ মাইনর' নামের ব্যান্ডদলের উল্লেখ করেন, যে দলটির সদস্য সদস্যরা নারী এবং বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর, উঠে আসে সঙ্গীতশিল্পী অনিমেষের কথা, যে গান করে হাজং ভাষায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি উদযাপন করে বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে, তেমনিভাবে গণযোগাযোগ মাধ্যমও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হলে আজকের তরুণদের কাছে সেটির আবেদন অনেক বেশি হবে। গান এবং খেলা আজকের তরুণদের মূল আকর্ষণের বিষয়, এখানেই তাদের অধিক সম্পৃক্ত করতে হবে সমন্বিতভাবে।

# বন্দিশালার নিষ্ঠুরতা : গায়ক ইকবাল আহমেদের মুখোমুখি তরুণ প্রজন্ম

## সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর আয়োজন

Field Interrogation Unit, Prisoner's of War Camps, Torture শব্দগুলো শুনে মনে হচ্ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের ওপর জার্মান নাৎসী বাহিনীর অত্যাচারের কথা শুনছি। কিন্তু না, আসলে শুনছি একাত্তরে পাকিস্তানি সামরিকজান্তা কেবল স্বাধীনতা চাওয়া বাঙালির ওপর যে নির্যাতন করেছে সেই কথা। বলছেন গত শতের ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে গণজাগরণের গান গেয়ে মুক্তিকামী বাঙালিকে উজ্জীবিত করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি'র তরুণ ছাত্র, ছায়ানটের নবীন শিল্পী, পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নির্যাতনের শিকার ইকবাল আহমেদ। শুনছেন এ সময়ের তরুণ প্রজন্মের গবেষকরা। ১২ অক্টোবর ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস এই অনবদ্য আয়োজন করে। আয়োজনের পুরোটা সময় এক ঘোর লাগা পরিবেশ বিরাজ করছিল। একাত্তরের মে মাসের প্রথম দিকের কোনো একদিন ইকবাল আহমেদকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় তার চাচা এবং ভাইসহ। তিনি বলছিলেন আর্মি দেখে তার চাচি তাকে কোনো একটা বড় বাক্সে লুকিয়ে থাকতে বলেছিল, পরিবারের সন্তানকে বাঁচাতে এমন চিন্তাও এসেছিল এক মায়ের মনে, ভাই বলেছিল দ্বিতীয় তলার বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে যেতে। কিন্তু ততক্ষণে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে আর্মি। এরপর ১৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত যা সহ্য করেছেন, দেখেছেন-শুনেছেন, তার মুখের পেশির সংকোচন, বন্ধ চোখের পাতা বুঝিয়ে দিচ্ছিল, সেই স্মৃতি যদি তার মন এবং মস্তিষ্ক থেকে কোনো ইরেজার দিয়ে মুছে দেয়া যেতো, তবে হয়তো তিনি এক অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেন। স্মৃতি বহনও যে এক বিশাল দায়, তাই ৫১ বছর পরেও কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠ কেঁপে উঠছিলো তার, বোঝা যাচ্ছিল তিনি সেই সময়কে আবার উপলব্ধি করছেন। মঞ্চে যখন পড়ে শোনানো হচ্ছিল তার সহবন্দী নওগাঁর কিশোর রফিকের কথা, তার চোখ এখনও ভিজে উঠছিল পাকিস্তানিদের অত্যাচারে মানসিক ভারসাম্য হারানো এবং পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের শিকার ওই মেধাবী কিশোরের জন্য। থেমে গেলেন নিজের ওপর হওয়া অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে, হাতদুটো মুঠো করে নিজেকে শক্ত করলেন, বললেন, না আমি আমার কথা বলবো না। তিনি বলে চলেন সেই মানুষটির কথা যাকে পাকিস্তানিরা ডাকতো 'চন্দ্রমন্দ্র' বলে। শারীরিক-মানসিক অত্যাচারের নানান পন্থা ছিল পাকিস্তানিদের। প্রথম দিন তাকে নিয়ে গিয়ে একটি মাঠে বসিয়ে দিয়ে বলা হলো এখানে অনেক ঘাস, এই ঘাস হাত দিয়ে তোল, তখন তিনি দেখেছিলেন মানুষটিকে, তিনদিন যাকে পানি দেয়া হয়নি, যার হাত ভাঙা, তাকে সেই অবস্থায় ঘাস তুলতে হচ্ছিল। আর্মির কাউকে বদনা হাতে যেতে দেখে তৃষ্ণার্ত মানুষটি এক আজলা পানি চাইলে সেই পানি তার সামনে ঢেলে ফেলে দেয়া হয়। পরে দেখেছিলেন সেই ভাঙা হাত দিয়ে পুঁজ গড়াচ্ছে, আরো পরে নভেম্বরের মাঝামাঝি সেন্ট্রাল জেলে এসে জেনেছিলেন মানুষটির পরিচয়, তিনি কিশোর বয়স থেকে ব্রাহ্ম সমাজ ও বামপন্থী দলের সদস্য এবং বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত, পরবর্তী ভাষা সৈনিক প্রাণেশ সমাদ্দার, যিনি তার প্রেস থেকে দেশের জন্য লিফলেট পোস্টার ছাঁপাতেন। ইকবাল আহমেদ যেন এখনও

৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# চাঁদপুর জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : উজ্জীবিত শিক্ষার্থীরা

ইলিশের বাড়ি নামে খ্যাত চাঁদপুর জেলা। চাঁদপুর পদ্মা, মেঘনা, ও ডাকাতিয়া নদীর সঙ্গমস্থল। তিনটি নদী এখানে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এদিক দিয়েই পার হয়ে যায় দক্ষিণ অঞ্চলের সমস্ত জাহাজ। চাঁদপুর জেলার আয়তন ১৭৪০.৬ বর্গকিলোমিটার যা ৮টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। ১৯৮৪ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুরকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সড়ক, নৌ ও রেলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে। চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ''নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ''

*প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য প্রদান করেন বাদিয়া এম হক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক*

শিক্ষাকর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাক-যোগাযোগের জন্য আমি ১৫ আগস্ট ২০২২ সন্ধ্যায় চাঁদপুর শহরে পৌঁছি। ১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ২১ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ৬ দিন প্রশাসনিক প্রাক-যোগাযোগ সম্পন্ন করি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রিচআউট কর্মসূচির তৃতীয় পর্বের কাজ আমরা এবার চাঁদপুর জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে ৬টিতে সফলভাবে বাস্তবায়ন করে এসেছি। চাঁদপুর জেলার সার্কিট হাউজে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর রাখা নিরাপদ নয় তাই জেলা প্রশাসন ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাসটি পুলিশ লাইনে রাখার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাকর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাসটি পুলিশ লাইনে নিরাপদেই ছিল। ২২ আগস্ট ২০২২ চাঁদপুর জেলার সদরে , গভ. টেকনিক্যাল হাই স্কুলে প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষাকর্মসূচি শুরু হয়। নেটওয়ার্ক শিক্ষক রাফি আন নূর আরমান এবং সিনিয়র শিক্ষক মো. এনায়েত উল্লাহ আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করেন। ছাত্রছাত্রীরা খুব আনন্দ উদ্দীপনার সাথে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনী ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস প্রমাণ্যচিত্র দেখেছে। গভ. টেকনিক্যাল হাই স্কুলটি পাকিস্তানি বাহিনীর একটি অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্প থেকে পাকিস্তানি পাকবাহিনী চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিবাহিনীর সাথে লড়াই করত এবং রাজাকারদের সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের ধরে এনে হত্যা ও নির্যাতন চালাতো। এ স্কুলের মাঠ থেকে লতুফা বেগম নামের এক বৃদ্ধা গরু-ছাগল বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় পাকবাহিনী দেখে ফেলে। পাকবাহিনীর সদস্যরা প্রথম অপারেশন হিসেবে ওই বৃদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করে এবং বৃদ্ধার একটি গরু ও একটি ছাগল নিয়ে তারা রাতের খাবার খান। পাকসেনা অফিসারদের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজটি নির্ধারণ করা হয়েছিল। চাঁদপুর জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার বেশ আগ্রহ রয়েছে বলে মনে হলো। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষাকর্মসূচির প্রদর্শনী সাধারণ মানুষ খুব আগ্রহ নিয়ে দেখেছে যা আমাদেরকে উজ্জীবিত করেছে। ইতিহাস-ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির সমৃদ্ধভূমি হলো চাঁদপুর। হাজার বছরে অসংখ্য মানুষের কর্ম-শ্রমে-ঘামে গড়ে উঠেছে এ সুবর্ণ অঞ্চল। এ জেলার বিভিন্ন স্থানে এখনো মধ্যযুগের পুরাকীর্তি ও স্থাপনা বিদ্যমান। নদী বন্দর হিসেবে সুখ্যাত চাঁদপুরকে এককালে গেট ওয়ে অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া বলা হতো। চাঁদপুর নদীবিধৌত বলে এ জেলার শিল্প সাহিত্য- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক রয়েছে। চাঁদপুরের নিজস্ব সংস্কৃতির অংশ পুথিরপাঠ। যুগ যুগ ধরে গ্রামেগঞ্জে পুথিপাঠের আসর বসত। পুথিপাঠের শ্রোতা ছিল খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। এখনো জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পুথিপাঠের আসর বসে। এ জেলার চিত্রকলার ইতিহাসও বহুদিনের। বাংলাদেশের প্রথম নারী চিত্রশিল্পী চিত্রনিভা চৌধুরী চাঁদপুর পুরান বাজারের মেয়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের পর চাঁদপুরের নতুন বাজার থেকে বিশাল মিছিল বের হয়। এ মিছিলে সাংস্কৃতিক কর্মীরা অংশ নেন। চাঁদপুর শহরে তিনটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে- পৌর পাঠাগার, গণগ্রন্থাগার ও চাঁদপুর সরকারি কলেজ গ্রন্থাগার। তিনটি পাঠাগারে ৫৫ হাজারেরও বেশি বই রয়েছে। সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলা চাঁদপুরে অবস্থানরত উল্লেখযোগ্য কয়েকজন - কাজী শাহাদাত, রূপালী চম্পক, ইকবাল পারভেজ, জসীম মেহেদী, রফিকুজ্জামান রণি, মাইনুল ইসলাম, কাদের পলাশ এবং আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখ রয়েছেন। দিন যতই যাচ্ছে মনে হচ্ছে ততই সমৃদ্ধ হচ্ছে চাঁদপুর জেলার শিল্প সংস্কৃতি।

চাঁদপুর জেলা জুড়ে এবং শহরের আশপাশে ১৯টি বধ্যভূমি রয়েছে। এসব বধ্যভূমিগুলোর অনেকগুলোতেই স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়নি। তারমধ্যে কয়েকটি হলো: রক্তধারা বধ্যভূমি, অঙ্গীকার বধ্যভূমি, মুক্তিসৌধ বধ্যভূমি, ছোটসুন্দর বধ্যভূমি, বাগাদি বধ্যভূমি, গৃদকালিন্দিয়া বধ্যভূমি, রহিমানগর বধ্যভূমি, এবং রসুলপুর বধ্যভূমি ইত্যাদি। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলো হলো- গভ. টেকনিক্যাল হাই স্কুল, মহামায়া হানাফিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বলাখাল চন্দ্রবান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কৃষ্ণপুর যোহরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বলাখাল যোগেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয় ও কারিগারি কলেজ, বাগাদি গণি উচ্চ বিদ্যালয়, বাগাদি আহম্মদিয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদ্রাসা, ধানুয়া ছালেহিয়া

*প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য প্রদান করেন ওয়ারুক রহমানীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নেটওয়ার্ক শিক্ষক*

কামিল মাদ্রাসা, ওয়ারুক রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, রহমানিয়া সুন্নিয়া নুরিয়া মাদ্রাসা, সুয়াপাড়া জি. কে উচ্চ বিদ্যালয়, বানিয়াচোঁ জে.বি উচ্চ বিদ্যালয়, হোসেনপুর ছালেহিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, মনোহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মুন্সীরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, বরদিয়া কাজী সুলতান আহম্মেদ উচ্চ বিদ্যালয়, জগতপুর উচ্চ বিদ্যালয়, এম এম নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজুল হক হাজরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাদিয়া এম হক উচ্চ বিদ্যালয়, বাবুরহাট উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ এবং ইশিয়াতিল উলুম আলিম মাদ্রাসায় প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে চাঁদপুর জেলায় সমাপ্ত করা হয় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় চাঁদপুর জেলা ২ নং সেক্টরের অধীনে ছিল। ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর চাঁদপুর পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হয়। চাঁদপুর সদর থানার সামনে বিএলএফ বাহিনীর প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম রবিউল আউয়াল কিরণ প্রথম চাঁদপুরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

হাজীগঞ্জ উপজেলার বলাখাল চন্দ্রবান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনী চলাকালীন হাজীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসক মো. রাশেদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ''নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ'' শিক্ষা কর্মসূচির প্রশংসা করেন। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উন্মুক্ত প্রদর্শনী দেখতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ ভিড় করেছেন। নারী-পুরুষ, শিশু শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন বয়সী লোকজন জাদুঘরটি পরিদর্শন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এমন প্রশংসনীয় উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে বুঝতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রদর্শনী

*প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য প্রদান করেন রহমানিয়া নূরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সুপার ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক*

দেখতে আসা দর্শনার্থীরা। চাঁদপুর জেলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ''নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ'' শিক্ষা কর্মসূচি ১৫ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৬টি উন্মুক্ত প্রদর্শনী ও ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা কর্মসূচির প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। চাঁদপুর জেলায় ০৮টি উপজেলার মধ্যে ০৬টি উপজেলার ২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ২০,৫২৬ জন শিক্ষার্থী আমাদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রায় ৭০০ মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পাঠিয়েছে। মোট ৩১ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক আমাদের কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন। ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টি মাদ্রাসা, ১৮টি স্কুল, ৬টি উন্মুক্ত প্রদর্শনী এবং ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে ২৮,৮৫০ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী দেখেছে।

**চাঁদপুর জেলার দর্শনীয় স্থানসমূহ:**

**মোলহেড :** পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া এই তিন নদীর মিলন স্থানটি ত্রিভুজ আকৃতির সবুজ শোভিত স্থান, যার স্থানীয় নাম মোলহেড । তিন নদীর মোহনায় ছোট-বড় ভাসমান নৌকা, নদী প্রবাহের শব্দ ও সূর্যাস্তের দৃশ্য সকলকেই আকৃষ্ট করবে এবং মনকে সতেজ করে তুলবে। এই মোহনা ভীষণ ভয়কর। এখানে সারাদিন পর্যটকদের ভিড় থাকে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় শহিদের স্মৃতিতে নির্মিত রক্তধারা ভাস্কর্য রয়েছে এই মোলহেডে।

**রূপসা জমিদার বাড়ি :** প্রায় ২৫০ বছরের পুরনো রূপসা জমিদার বাড়ি। এটি চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসা গ্রামে অবস্থিত। জমিদার বাড়িতে তিনটি আলাদা আলাদা ভবন রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পুকুরঘাট, সবুজ মাঠ, টিনের তৈরি ঘর, মসজিদ ও কবরস্থান। জমিদার বাড়ির বংশধরেরা এখনো এই বাড়িতে বসবাস করছে এবং বাড়িটি এখনো প্রায় আগের মতোই রয়েছে।

*প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য প্রদান করেন বলাখাল চন্দ্রবান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক*

**হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ:** চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার হাজীগঞ্জ বাজারের মধ্যে এই ঐতিহাসিক মসজিদটি অবস্থিত। প্রায় ২৮,৪০০ বর্গ ফুট আয়তনের এই বিশাল মসজিদে একত্রে দশ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন। মসজিদটিতে রয়েছে ১২১ ফুট লম্বা একটি মিনার, ও দুইটি গম্বুজ। হাজী আহম্মদ আলী পাটোয়ারী এই মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা। এই মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে এবং নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে।

**মো. হাকিমুল ইসলাম**
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

## ‘শান্তি-প্রতিষ্ঠা ও ক্রান্তিকালীন বিচার’ কর্মশালা

# ‘এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা’ আন্তর্জাতিক সামিটে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মীর অংশগ্রহণ

২০ থেকে ২০২২ সেপ্টেম্বর ট্রানজিশনাল জাস্টিস এশিয়া নেটওয়ার্ক আয়োজিত ‘শান্তি-প্রতিষ্ঠা ও ক্রান্তিকালীন বিচার’ বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মী হাসান মাহমুদ অয়ন এবং গবেষক পৃথ্বি মেজবাহিন। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এই কর্মশালায় নয়টি দেশের নেটওয়ার্ক প্রতিনিধি এবং এক্সপার্টরা দেশীয় প্রেক্ষাপটে ট্রানজিশনাল জাস্টিসের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক সদস্য হিসেবে হাসান মাহমুদ অয়ন এবং এক্সপার্ট হিসেবে গবেষক পৃথ্বি মেজবাহিন ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আয়োজিত উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তী সময় ২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, হাসান মাহমুদ অয়ন ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় আয়োজিত ‘এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা করা’ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সামিটে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি ‘সাংস্কৃতিক স্মৃতিসংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের জাতিগত উদ্যোগ’ বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। দি ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অফ সাইটস অফ কনসায়েন্স, গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ফর জাস্টিস-ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন এবং এশিয়া জাস্টিস অ্যান্ড রাইটস আয়োজিত উক্ত সামিটে সতেরোটি দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও স্মৃতিসংরক্ষণ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। সামিটে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর চলমান গণহত্যা বিষয়েও পৃথক আলোচনা হয়। এতে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশগ্রহণকারীদের পাশাপাশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণও অংশগ্রহণ করেন। সামিট শেষে, অংশগ্রহণকারীদের ৩০ সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অবস্থিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও জাদুঘর ঘুরে দেখানো হয়।

**হাসান মাহমুদ অয়ন**
সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

# ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ট্রানজিশনাল জাস্টিস কর্মশালা

## মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের স্বেচ্ছাসেবী এবং তরুণ গবেষক পৃথ্বি মেজবাহিন গত ২০ সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়া ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস (আজার) আয়োজিত ট্রানজিশনাল জাস্টিস বিষয়ক একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আয়োজিত এই কর্মশালায় বাংলাদেশ ছাড়াও মিয়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, তিমর লিস্তে, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন থেকে আগত গবেষক এবং বিশেষজ্ঞরাও অংশ নেন এবং তাদের নিজ নিজ দেশের গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি পৃথ্বি মেজবাহিন এই কর্মশালার একটি সেশনে ১৯৭১ সালের গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রাজাকারদের বিচার ব্যবস্থা এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পেছনে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের রোহিঙ্গা গণহত্যা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রবন্ধ নিয়ে আলোকপাত করেন। তাছাড়া গত ২১ সেপ্টেম্বর কর্মশালার সকল অংশগ্রহণকারীরা একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালন করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কালো অধ্যায় হয়ে থাকা সকল গণহত্যার ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে শান্তি, সাম্য ও সম্প্রীতির বিশ্ব গড়ে তুলতে সবাইকে এক হয়ে কাজ কাজ করার আহবান জানিয়ে তিন দিনের এই কর্মশালাটি শেষ হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্পের সাইট অফিস ম্যানেজার অয়ন মাহমুদও এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

**পৃথ্বি মেজবাহিন**
স্বেচ্ছাসেবী, সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

# দেশভাগ ও জাদুঘর : দক্ষিণ এশিয়ার দৃষ্টিতে

বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার এই তিনটি দেশেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে বিভক্ত হবার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতায় রয়েছে অভিন্নতা। এককালের ভারত ১৯৪৭ বিভক্ত হয় ভারত এবং পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্রে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট উপমহাদেশের মুসলিমদের একমাত্র রাষ্ট্র পাকিস্তানের পূর্ব অংশ ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে পরিচিত হয় বাংলাদেশ নামে, কারণ পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব অংশের বাঙালি জনগণ উপলব্ধি করে একই রাষ্ট্রের দুই পৃথক অংশের জনগণ পৃথক পরিচয় বহন করে। দেশভাগের যেমন থাকে কারণ তেমন এর ফলে বিভক্ত হয় মানুষ। এই তিটি দেশের দেশভাগের নানান দিক বৈশ্বিক জনগণের সাথে ভাগ করে নেয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডন ও কেনিয়ার নাইরোবিস্থ সংস্থা মিউজিয়াম অব ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজম গত ১১ অক্টোবর আয়োজন করে ত্রিদেশীয় আলোচনা সভার। সভায় অংশ নেন কলকাতা পার্টিশন মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ও লেখক ঋতুপর্ণা রায়, পাকিস্তানের সিটিজেনস আর্কাইভ অব পাকিস্তানের গবেষণা ও ডিজিটাল আর্কাইভিং বিভাগের প্রধান আলিয়া তৈয়েবি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং ভারতের দিল্লী ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফর্নিয়া ভিত্তিক

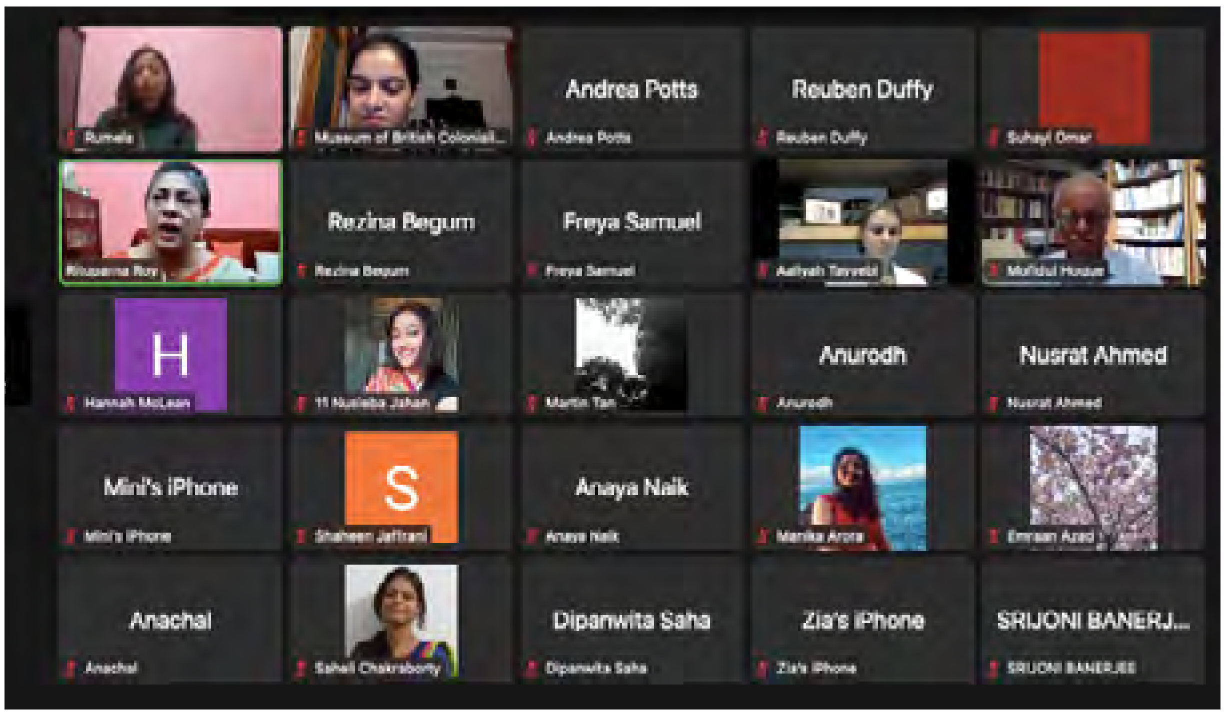


সংস্থা দা পার্টিশন আর্কাইভ-এর ওরাল হিস্টোরিয়ান রুমেলা গাঙ্গুলি। আলোচনা সভার সঞ্চালক ছিলেন মিউজিয়াম অব ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজমের পক্ষে চান্দনি জাসওয়াল। আলোচকবৃন্দ বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে দেশভাগের স্মৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব, তাদের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। মূলত আলোচনার লক্ষ্য ছিল ৪৭-এর বিভাজন বিষয়টি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিত করে তোলা।

## বাংলাদেশ : কম্বোডিয়া

# জিয়াউদ্দিন তারিক আলী গণহত্যা অধ্যয়ন ফেলোশিপ

মুক্তিযুদ্ধ অন্যতম জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা-ট্রাস্টি ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দিন তারিক আলীকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অপরিসীম অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। যে কেউ তারেক মাসুদ এবং ক্যাথরিন মাসুদ পরিচালিত ১৯৯৫ সালের প্রামাণ্যচিত্র “মুক্তির গান” দেখে থাকলে তিনি বুঝতে পারবেন যে জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ধর্মান্ধতা, ঘৃণা এবং শোষণমুক্ত একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের অপরিহার্য চেতনাকে কতটা আবেগের সাথে মূর্ত করেছেন। মুক্তিসংগ্রাম জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর জীবনকে এমন মাত্রায় রূপ দিয়েছিল যে আজও তিনি তাঁর শান্তি, সহনশীলতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ক চিন্তাভাবনার কারণে ১৯৭১-পরবর্তী তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রাসঙ্গিক।

অনেক বরেণ্য ব্যক্তির মতো জিয়াউদ্দিন তারিক আলী গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনসায়েন্স যৌথভাবে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দিন তারিক আলী স্মরণে গণহত্যা, ন্যায়বিচার ও স্মৃতি-সংরক্ষণ অধ্যয়ন বিষয়ক ফেলোশিপ প্রোগ্রাম চালু করতে যাচ্ছে, যেখানে তরুণ গবেষকরা বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার গণহত্যার তুলনামূলক অধ্যয়নকে প্রাধান্য দেবে।

এটি একটি তিন মাসব্যাপী ফেলোশিপ প্রোগ্রাম। নির্বাচিত প্রার্থীগণ প্রথম একমাস, একজন সিনিয়র মেন্টরের অধীনে বাংলাদেশে অবস্থান করে একটি গবেষণা প্রস্তাব তৈরি করবেন, গবেষণা পদ্ধতির সাথে পরিচিত হবেন এবং কম্বোডিয়ার গণহত্যার পটভূমি, খেমার শাসকদের দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতা, এবং স্মৃতিচারণ এবং কম্বোডিয়ার আদালতের বিচার-প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক পড়াশোনা করবেন। এরপর তারা ৪৫ দিনের জন্য কম্বোডিয়ায় অবস্থান করবেন মাঠ পর্যায়ের গবেষণার জন্য। ইয়ুথ ফর পিস কম্বোডিয়ায় আয়োজক সংস্থা হিসেবে থাকছে। এই ফেলোশিপের আওতায় প্রতি ত্রৈমাসিকে, দুজন তরুণ গবেষককে কম্বোডিয়ায় যাতায়াত, বাসস্থান, খাবার, স্থানীয় পরিবহন ইত্যাদি খরচবাবদ সহায়তা দেওয়া হবে। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর তারা এই ফেলোশিপের প্রতিপাদ্য নিয়ে একটি গবেষণাপত্র লিখে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে উপস্থাপন করবেন।

আবেদনকারীদের যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে কিছু বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা হল আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে ও বয়স ৩২ বছরের বেশি হতে পারবে না; আবেদনকারীকে যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গত দুই বছর সময়কালের মধ্যে সামাজিক বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে; আবেদনকারীর অবশ্যই গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ও পূর্বে মাঠ পর্যায়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকা আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আবেদনকারীকে যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হবে, সেগুলো হল: ফেলোশিপে অংশগ্রহণের আগ্রহের বিষয়ে এক পৃষ্ঠার লিখিত বক্তব্য; একাডেমিক রেফারেন্স লেটারসহ একটি দুই-পৃষ্ঠার সিভি; একটি তিন-পৃষ্ঠার গবেষণা প্রস্তাব/ধারণা-পত্র যেখানে গবেষণার সমস্যার রূপরেখা, গবেষণার প্রাসঙ্গিক প্রশ্নসমূহ এবং সংক্ষিপ্ত লিটারেচার রিভিউ থাকবে; শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ এবং মার্কশিট (সত্যায়িত); গবেষণা দক্ষতা/চাকরির অভিজ্ঞতার সনদ (যদি থাকে); এবং ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সত্যায়িত)।

সমস্ত আবেদনপত্র পর্যালোচনা করার পর, সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীদের একটি ইন্টারভিউ সেশনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের নির্বাচকদের একটি দল দ্বারা পরিচালিত হবে।

নুসাইবা জাহান
গবেষণা সহকারী (খণ্ডকালীন)
সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

মু | ক্তি | যো | দ্ধা | র || ভা | ষ্য

# বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. হাবীবুর রহমান আকন্দ

মুক্তিযুদ্ধের আগে আমি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের বিএ অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র ছিলাম। আমি আমার চাচার সাথে খুলশী এলাকায় তাঁর বিহারি মালিকের বাসায় থাকতাম। সঙ্গে আমার ভাইও থাকতো। সোয়াত জাহাজে করে করাচি থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র আনা হয়েছিল। সেই নিয়ে শহর জুড়ে তুমুল উত্তেজনা। জনগণ কিছুতেই সে অস্ত্র নামতে দেবে না বন্দরে। ২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে প্রচণ্ড গোলাগোলির শব্দ আসতে শুরু করলো। আমরা ভয় পেয়ে সিঁড়ির নিচে আশ্রয় নিলাম। ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যে গোটা শহর মিলিটারির দখলে চলে গেলো। বিহারি মালিকের ভয়ে এক রাতে চাচা আমাদের দুই ভাইকে বরিশালের জাহাজে তুলে দিলেন। বাবুগঞ্জের পশ্চিম ভুতেরদিয়া গ্রামে আমাদের বাড়ি। যুদ্ধে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে আমি আমার মামাবাড়ি বানারিপাড়ায় চলে গেলাম জুলাই মাসে। সেখান থেকে আগস্ট মাস নাগাদ ৩০ জনের মতো একটা দল বাইশারি স্কুল থেকে ভারতের উদ্দেশে রওনা দিই। আব্দুস সাত্তার মাস্টার আমাদের নিয়ে গেল। ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা হয়ে ভারতের বনগাঁ গিয়ে পৌঁছলাম। কোথাও কোথাও খাল-বিল-নদী পার হতে নৌকা ব্যবহার ছাড়া সম্পূর্ণ পথ নয় দিন নয় রাত পায়ে হেঁটে ভারত ঢুকলাম। বনগাঁ থেকে বাস ও ট্রেনে চড়ে হাসনাবাদের তুরা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাদের নাম নিবন্ধন হয়। ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন সিপা। আর মাঝে মাঝে মেজর জলিল সাহেব আসতেন। সেখানে আমাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। কিন্তু অস্ত্রের স্বল্পতার কারণে আমাদের দীর্ঘ দিন বসিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে তো ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধে যোগ দিলো। দেশ স্বাধীন হলো। আমরা ষোল ডিসেম্বরের পর দেশে ফিরলাম। এরপর আবার ফিরে এলাম চট্টগ্রাম শহরে। ১৯৭৩ মাস্টার্স শেষ করে আমি যোগ দিলাম মেরিন একাডেমিতে। জেনারেল ওসমানী সাহেবের দেয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট থাকার কারণে তখন আমি মেরিন একাডেমিতে চাকরিটা পাই। সেখানে আমি ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। ১৯৭৯ তে আমি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ড চলে যাই। আমার ফিরে আসার কথা ছিল কিন্তু ফিরে আর আসিনি। ইংল্যান্ডে থেকে ঘুরতে গেলাম আমেরিকায়। নিউইয়র্কে গিয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুর সাথে দেখা হলো। ওরা বললো দেশে গিয়ে কী করবা এখানেই থেকে যাও। ১৯৮১ সালে আমি যখন নিউইয়র্কে বসবাস শুরু করি তখন সেখানে আজকের মতো এতো বাংলাদেশী থাকতো না। হাতে গোনা কিছু মানুষ। সেখানে জেকুলিন নামে এক তরুণীর সাথে প্রেম হয়। পরে জেকুলিন আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে আমি আমেরিকায় থাকার সুযোগ পেয়ে যাই। জেকুলিন ও আমার এক পুত্র ও এক কন্যা। তারা স্ব স্ব অবস্থানে ভালো আছে। ২০০১ সালের দিকে জেকুলিনের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর আমি আবার বিয়ে করলাম অ্যানা নামক একজন পোলিশ নারীকে। তিন-চার বছর পর আমার এই সংসারটিও ভেঙে যায়। অ্যানা ও আমার এক কন্যা। টেন গ্রেডে পড়ে। এখন আমি সম্পূর্ণ সিঙ্গেল। আমেরিকায় যাওয়ার পর প্রথমে কিছুদিন তো চাকরি করি। তারপর ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ি। কোভিডের আগে দেশে এসেছিলাম। সবাই বললো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নামটা গ্যাজেটে ওঠানোর কথা। মুক্তিযুদ্ধ করবো বলেই কষ্ট করে জীবন বাজি রেখে ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সরাসরি যুদ্ধের সুযোগ আমার হয়নি। টাকা পয়সার জন্য না, গ্যাজেটে নামটা উঠলে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ইতিহাসে আমার নামটা থাকবে যে বাংলাদেশের জন্মের সময় আমিও যুদ্ধে গিয়েছিলাম। একটা সম্মান পাবো। চাওয়া পাওয়ার আর কিছু নাই। মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম বলেই সে সময় মেরিন একাডেমিতে শিক্ষকতার চাকুরি পেয়েছিলাম। আর সে সূত্র ধরেই তো জীবনে এতো কিছু করলাম।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা : **শরীফ রেজা মাহমুদ**
শ্রুতি দৃশ্য কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

# এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্ট ২০২২
# চট্টগ্রাম কর্মশালার উদ্বোধন

১৩ অক্টোবর ২০২২ সকাল দশটায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে 'এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্ট ২০২২ কর্মশালা'। চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউটে ১৩, ১৪ ও ১৫ অক্টোবর চলমান লিবারেশন ডকফেস্টের পাশাপাশি এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তরুণ নির্মাতাদের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে উৎসাহ প্রদান ও দক্ষ করার উদেশ্যে কর্মশালাটি শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লিবারেশন ডকফেস্ট চট্টগ্রাম ফেস্টিভেল প্রোগ্রামার শরিফুল ইসলাম শাওন, ফেস্টিভেল ডিরেক্টর তারেক আহমেদ, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা দিলারা বেগম জলি, থিয়েটার ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামের পরিচালক আহমেদ ইকবাল হায়দার এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও গবেষক মফিদুল হক। জনাব মফিদুল হক অংশগ্রহণকারী সকলকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পুরাতন প্রজন্মের সাথে নতুন প্রজন্মের সেতুবন্ধন'।

## চট্টগ্রামে এক মিনিট সহজ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা

২০১৮ সালে নারায়ণগঞ্জের ক্যালিক্স প্রি-ক্যাডেট স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মোবাইলের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা এক মিনিট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মসূচি শুরু করেছিল। ইতিমধ্যে এ কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা মহানগর, সিলেট, হবিগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে নির্মাণ বিষয়ক কারিগরি কর্মশালা পরিচালনা করা দুই বছর সম্ভব হয়ে উঠেনি। এবারে গত ২৪ ও ২৫ আগস্ট ২০২২ দুই দিনব্যাপী চট্টগ্রামে কাটিরহাট মহিলা ডিগ্রি কলেজে আয়োজন করা হয় এক মিনিটের সহজ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা। কর্মশালায় কাটিরহাট মহিলা ডিগ্রি কলেজ, কাটিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় ও নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে।

সকাল দশটায় কলেজ অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক

মিনিট সহজ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা কলেজ মিলনায়তনে শুরু হয়। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও সহকারি অধ্যাপক মো. আবু ছালেহ। আরো বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান শিক্ষক জহরলাল দেবনাথ প্রভাষক মোহাম্মদ ফয়সাল আন নিজামী ও সহকারি শিক্ষক মো. ইমরান হোসাইন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এক মিনিট সহজ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালার বিশদ ব্যাখ্যা করেন রঞ্জন কুমার সিংহ। অনুষ্ঠানের সভাপতি কলেজ অধ্যক্ষ কল্যাণ নাথ বক্তব্যের শুরুতে বলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নতুন প্রজন্মের কাছে নতুন মাত্রার একটি উদ্যোগের সাথে কাটিরহাট মহিলা কলেজকে সম্পৃক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, শুধু মহিলা কলেজ নয় অন্য তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের এই কর্মশালায় অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রভাষক মোহাম্মদ ফয়সাল আন নিজামী। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে এক মিনিট সহজ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। দুই পর্বে বিভক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রথম পর্বে সিনেমা কী এবং সিনেমা তৈরির কারিগরি কৌশল নিয়ে প্রশিক্ষক হুমায়ুন কবির শুভ এবং সিনেমার ছবি ধারণ ও এডিটিং বিষয়ক কৌশল নিয়ে প্রশিক্ষক শারমিন দোজা বিশদ আলোচনা করে। মধ্যাহ্ন বিরতীর পর দ্বিতীয় পর্বে ছয়টি দলে বিভক্ত করে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ভাবনা সিনেমার গল্প ও চিত্রধারণের ধারণা নিয়ে আলোচনা করে। কর্মশালার শেষভাগে প্রশিক্ষণার্থীদের দলগত বাড়ির কাজ দেয়া হয়।

দ্বিতীয় দিন দলগত চিত্রায়িত কাজগুলো নিয়ে এক মিনিটে সিনেমা তৈরির হাতেখড়ি দেয়া হয়। কারিগরি কৌশল শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের নির্মিত ছয়টি ছবি প্রদর্শন করা হয় এবং ছবি প্রদর্শন পূর্বে প্রতিটি দল তাদের নির্মিত ছবির সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। শেষে প্রশিক্ষকগণ প্রতিটি দলের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন। চট্টগ্রামে আয়োজিত দুই দিনের এই কর্মশালায় ছয়টি দলের প্রশিক্ষণার্থীরা ১২টি এক মিনিটের ছবি নির্মাণ করে। ইতিপূর্বে যে কয়টি এক মিনিট সহজ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে তার মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পর চট্টগ্রামের কর্মশালা ব্যাপক সফলতা লাভ করে।

## লিবারেশন ডকফেস্ট চট্টগ্রাম-২০২২

১৩ অক্টোবর ২০২২ সন্ধ্যায় শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত তিনদিনব্যাপী প্রামাণ্যচিত্র উৎসব 'লিবারেশন ডকফেস্ট চট্টগ্রাম-২০২২'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিয়মিত আয়োজনটি এবার চট্টগ্রামে থিয়েটার ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বরাবরের মতো মানবাধিকার ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে। আয়োজনে প্রধান অতিথি ছলেন একুশে পদকপ্রপ্ত সমাজবিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন। শরিফুল ইসলাম শাওনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, থিয়েটার ইনস্টিটিউটে চট্টগ্রামের পরিচালক আহমেদ ইকবাল হায়দার, ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর তারেক আহমেদ এবং চলচিত্র নির্মাতা রফিকুল আনোয়ার রাসেল।

প্রখ্যাত চেক সাহিত্যিক মিলান কুন্ডার কথা উল্লেখ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল বলেন, বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির লড়াই হলো সভ্যতা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে সে লড়াই করছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তিনি স্মরণ করেন সেগুনবাগিচার ছোট্ট পরিসরের জাদুঘরে ছোট আকারে লিবারেশন ডকফেস্ট শুরু হয়েছিল, মাঝে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগারগাঁয়ে স্থানান্তরের সময় একটু ছেদ পড়ে এই আয়োজনে। তবে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে

এখন বিভিন্ন দেশের প্রায় ২০০০-এর ওপর প্রামাণ্যচিত্র বাছাইয়ের জন্য জমা পড়ে। তিনি বলেন হাজারো মুক্তিযুদ্ধের গল্প ছড়িয়ে আছে এদেশের মাটিতে, যা চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হতে পারে। এখন থেকে নিয়মিত প্রতিবছর এই আয়োজন চট্টগ্রামে হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় তোলা আলোকচিত্রী মার্ক রিবুর ছবির একটি প্রদর্শনী চট্টগ্রামে আয়োজন করার চেষ্টা করবেন বলে তিনি জানান।

উৎসবের প্রধান অতিথি ড. অনুপম সেন বলেন 'বাংলা ভাষাভাষী জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। বিশ্বের ইতিহাসে মাত্র কয়েকটি আত্মবিসর্জনের ঘটনা আছে। এখন বিশ্ব জুড়ে চলছে সংস্কৃতির ভাটা, তাই নতুন প্রজন্মের মধ্যে শিল্পবোধ জাগিয়ে তোলার কাজ করবে এমন আয়োজন।'

আহমেদ ইকবাল হায়দার বলেন, 'এখন সব ঢাকা কেন্দ্রিক হচ্ছে। আমাদের নিজস্ব চলা-বলা সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। সব এককেন্দ্রিক হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এ আয়োজনের প্রভাব অবশ্যই পড়বে। ধন্যবাদ, চট্টগ্রামের শক্তিকে তারা অনুভব করছেন।

ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর তারেক আহমেদ বলেন, সংস্কৃতি অঙ্গনে নানারকম স্থাপনা হয়েছে। তবে সংস্কৃতি চর্চাটা স্থানীয় পর্যায়ে নেই। চেষ্টা থাকবে প্রতি বছর চট্টগ্রাম এবং বড় জেলা শহরগুলোতে এধরনের আয়োজন করার। এখন স্থানীয় গল্প নির্ভর ছবির চাহিদা পুরো পৃথিবীব্যাপী। ছবির জন্য স্থানীয় উপকরণ খোঁজার চেষ্টাও এই আয়োজনের লক্ষ্য।

আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত এই উৎসব চলবে।

## গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন

১৪ অক্টোবর ২০২২ উদ্বোধন হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'দ্বিতীয় গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কর্মশালা'। ৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী তরুণ শিক্ষার্থী ও গবেষকদের গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। উদ্বোধনী আয়োজনে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সভাপতি এবং এই কোর্সের পরিচালক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। উদ্বোধন শেষে ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্যক ধারণা প্রদান করেন।

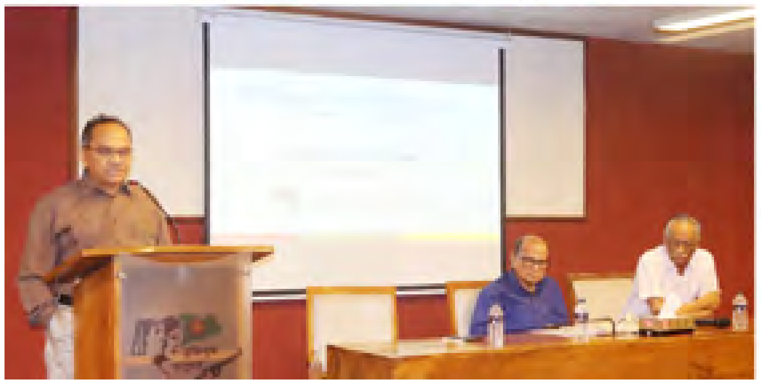

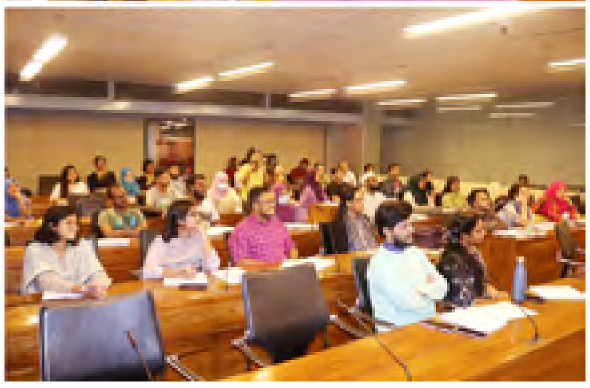

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি মফিদুল হক-এর বিবেকানন্দ স্মারক বক্তৃতা প্রদান

২১ সেপ্টেম্বর ২০২২, বুধবার আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে বিবেকানন্দ ফান্ডের উদ্যোগে বিবেকানন্দ স্মারক বক্তৃতা ২০২২। ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক 'বিবেকানন্দ এবং বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহুরূপত্ব' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। আয়োজনে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারতের রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান।

## নিয়মিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিসিএস কর একাডেমির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অধীনে (যুগ্মসচিব পদমর্যাদা) ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

## ইকবাল আহমেদের মুখোমুখি

*৩-এর পৃষ্ঠার পর*

দেখতে পাচ্ছিলেন কিছু বন্দীকে ইন্টারোগেশনের নামে অন্যঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঘন্টাখানেক পরে যখন তাদের নিয়ে আসা হলো তখন তারা কেউ নিজে থেকে হাঁটতে পারছে না, কয়েকদিন তারা উপুড় হয়ে শুয়েছিলো, কারণ তাদের পিঠে অত্যাচারের ফলে ফোসকা পরে গিয়েছিলো। তিনি পাকিস্তানিদের বিকৃত উল্লাস দেখেছেন যখন মানসিক ভারসাম্যহীন রফিককে দিয়ে নিজেদের পরিচয় 'খুনে জল্লাদ' বলাতো। আর কত বলবেন, তিনি তো মনে করতে চাচ্ছেন না, কিন্তু কিছু স্মৃতি তো ভোলাও যায় না। মনে তো পড়বে সেই মানুষটির কথা যার গুলি লাগা পায়ে পাকিস্তানি আর্মিরা রাইফেলের বাট দিয়ে মারতো। মনে পড়ে ইন্টারোগেশনের সময় টেবিলের ওপর বেয়নেট রেখে আর্মিরা শোনাতো কীভাবে একঘায়ে পেটে বেয়োনেট ঢুয়িয়ে হার্ট পর্যন্ত কেটে ফেলা যায়। যখন আর্মিদের ক্যান্টনমেন্ট গুদামঘর থেকে সেন্ট্রাল জেলে এলেন তখন সেটাকেই স্বস্তি মনে হয়েছিলো, অন্তত কথা তো বলতে পারছেন, হোক তৃতীয় শ্রেণির খাবার, পেটপুরে ডাল আর ভাত তো খেতে পারছেন, কিছু চিকিৎসা তো পাচ্ছেন। সেই গ্রেফতারের সময় যে রাতের পোশাকে এই কয়মাস কাটিয়েছেন, সেন্ট্রাল জেলে এসে পোশাক বদলের সুযোগ পেলেন। যখন আরেক ব্যাচের বন্দী ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেন্ট্রাল জেলে এলো, তিনি বুঝে গেলেন জেলের সুপার তাদের কেন 'ভুখা' বলে অভিহিত করতো। প্রত্যেকের কঙ্কালসার শরীরটা সেন্ট্রাল জেলে এসেছে। সেন্ট্রাল জেলে থাকার সময় একদিন দেখলেন খুব নিচু দিয়ে প্লেন যাচ্ছে, তখন ধরে নিয়েছিলেন কিছু হচ্ছে। সেটা বাংলাদেশের বিজয় বিদস। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ মুক্ত হয়, কিন্তু ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক এই মানুষগুলোকে মুক্ত করতে ১৭ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা জেলের ফটক ভেঙেছিলো।

একসময় তরুণ গবেষকরা নিস্তব্ধতা ভাঙে, একে একে জানতে চায় আরো অনেক কিছুই, কারো প্রশ্ন এপ্রজন্মের তরুণরা কী করে তাদের এই অগ্রজদের মতোন সাহসী হবে? তারা জানতে চায় যে গণজাগরণের গান একসময়ে জনগণকে জাগিয়ে তুলতো, তেমন গান এখন কেন হচ্ছে না? কারো মনে প্রশ্ন জাগে তিনি কি সেই বর্বরদের কখনো ক্ষমা করবেন? তিনি তাদের উত্তর দিয়ে চলেন। দৃঢ় কণ্ঠে জানান সেই 'খুনে জল্লাদ'-দের ক্ষমা তিনি কখনোই করবেন না। উত্তরসূরীর জন্য পূর্বসূরীর অভিজ্ঞতা রেখে যেতে হয়, যাতে করে বিস্মৃতি এসে ঢেকে না দেয় সেই অভিজ্ঞতা। সেই স্মৃতি মেলে ধরা যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক না কেন, বারবার চোখ যতই ভিজে উঠুক এই প্রজন্মকে মনে রাখতে হবে এই দেশটির জন্মকথা। তাই হয়তো রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ইকবাল আহমেদ তার বলা শেষ করলেন তরুণদের সাথে নিয়ে দরাজ গলায় 'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়' গানটির মধ্য দিয়ে। আর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বলে 'ভুলি নাই শহীদের কোনো স্মৃতি/ ভুলবো না কিছুই আমরা।'

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official